দর্শনায় বি.এ.ডি.সি সার ডিলারকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় সার বিক্রিতে অনিয়ম ও মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রির অপরাধে বি.সি.আই.সি ও বি.এ.ডি.সি অনুমোদিত সার ডিলার মেসার্স নজরুল ইসলামকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

রোববার (১২ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে দর্শনা পুরাতন বাজার ও বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত এ অভিযান পরিচালনা করে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কে. এইচ. এম. তাশফিকুর রহমান। অভিযানে সহায়তা করেন দর্শনা থানা পুলিশের একটি টিম।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ ছিল যে দর্শনা পুরাতন বাজারের মেসার্স নজরুল ইসলাম কৃষকদের কাছে বাংলা টিএসপি সার বিক্রি না করে মজুদ করে রাখছেন। অভিযানে এ অভিযোগের প্রমাণ না মিললেও নিয়ম বহির্ভূতভাবে কৃষকদের নামে বরাদ্দ দেখিয়ে খুচরা দোকানে সার সরবরাহের প্রমাণ পাওয়া যায়। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটিতে মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রিরও প্রমাণ মেলে।

এছাড়া, একই ব্যক্তির মালিকানাধীন আরেকটি প্রতিষ্ঠান সোহেল ট্রেডার্সে (মালিক সাইফুল ইসলাম) এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। দুটি প্রতিষ্ঠানে সার বিক্রিতে অনিয়মের দায়ে মেসার্স নজরুল ইসলামকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কে. এইচ. এম. তাশফিকুর রহমান বলেন, একই মালিকের দুইটি প্রতিষ্ঠানে সার বিক্রিতে অনিয়ম প্রমাণিত হওয়ায় জরিমানা করা হয়েছে। জনস্বার্থে এমন অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

চুয়াডাঙ্গায় বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার জাফরপুরে বিজিবি ক্যাম্পের সামনে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সকাল ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বরিশাল থেকে ছেড়ে আসা খান পরিবহন নামে একটি যাত্রীবাহী বাস চুয়াডাঙ্গা পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা থেকে ঝিনাইদহগামী একটি মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। পরে বাসটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকটি মোটরসাইকেল ও একটি ইজিবাইককে চাপা দিয়ে সরাসরি বিজিবি হাসপাতালের প্রাচীরে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে।

ঘটনাস্থলেই নিহত হন মোটরসাইকেল আরোহী চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাজরাহাটি গ্রামের হাজী পাড়ার ইউনুস আলীর ছেলে মাহফুজুর রহমান। দুর্ঘটনায় অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে গুরুতর আহত তুহিনকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বরিশাল থেকে আসা বাসটি অতিরিক্ত গতিতে চলছিল। হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এ ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মাহফুজুর রহমান চুয়াডাঙ্গা কামিল মাদ্রাসার লাইব্রেরিয়ান মাসুদুর রহমানের ছোট ভাই এবং চুয়াডাঙ্গা পৌর ডিগ্রি কলেজের রসায়ন বিভাগের ল্যাব সহকারী মুস্তাফিজুর রহমানের ছোট ভাই।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে এবং দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি জব্দ করে। তবে বাসচালক ও তার সহকারী দুর্ঘটনার পরপরই পালিয়ে যায়।পুলিশ জানায়, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বাসটির ব্রেকফেল হওয়ার কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।

নিহত দুই পরিবারের খোঁজ নিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি বাবু

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার উথলী গ্রামে নিহত ২ পরিবারের সার্বিক খোঁজখবর নিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও বিজিএমই এর সভাপতি মাহমুদুল হাসান খান বাবু।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর উপজেলার উথলী গ্রামের নিহত মিলটা ও হামজার বাড়িতে যেয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তাদের সার্বিক খোঁজখবর নেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু, সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম পিটু, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, জীবননগর উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক জিল্লুর রহমানসহ স্থানীয় বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদলের নেতাকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ যে, গত ২০ সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে গরুর জন্য মাঠে ঘাস কাটতে যায় দুই ভাই মিন্টা ও হামজা। এসময় প্রতিপক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে দুই ভায়ের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে দুই ভাই গুরুতর আহত হয়। স্থানীয় লোকজন তাদের কে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে পৌছানোর পূর্বে হামজা আলীর মৃত্যু হয় ও আধাঘন্টা চিকিৎসাধীন থেকে মিন্টা মিয়ার মৃত্যু হয়।

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকায় ধানের শীষের পক্ষে শরীফুজ্জামানের

গণসংযোগ

চুয়াডাঙ্গা পৌর শহরের বিভিন্ন এলাকায় ধানের শীষের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা, গণসংযোগ ও পথসভায় করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ। তার উপস্থিতিতে নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। অনেকে তাকে কাছে পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন, মাথায় হাত রেখে দোয়া করেন যেন তিনি জেলার উন্নয়ন ও জনগণের অধিকার আদায়ে কাজ করে যেতে পারেন।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় তিনি গণসংযোগ ও পথসভা করেন তিনি। এর মধ্যে ছিল পৌর ১ নম্বর ওয়ার্ডের ভেমরুল্লাহ মাঠপাড়া, ভেমরুল্লাহ প্রাথমিক স্কুলপাড়া, হাটকালুগঞ্জ, এলজিডি রোড, পুলিশ লাইন, সি অ্যান্ড বি মোড়। আছোড়ও ২ নম্বর ওয়ার্ডের নিলার মোড়, ঠিকানা মোড়, ডাঙাপাড়া, সুমিরদিয়া ক্লাব মোড় ও সুমিরদিয়া রেলপাড়া এলাকায় প্রচারণা চালান তিনি। এসব স্থানে শরীফুজ্জামান স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং ধানের শীষে ভোট দেয়ার আহ্বান জানান।

প্রচারণায় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, ‘তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচি কেবল একটি রাজনৈতিক ইশতেহার নয়, এটি বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি ও ন্যায়ের রূপরেখা। এই ৩১ দফার মধ্যেই রয়েছে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনার রাস্তাটি। আমরা যারা বিএনপির কর্মী, তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব এই বার্তাটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া।’

তিনি আরও বলেন, ‘ধানের শীষ প্রতীক মানে জনগণের ভোটাধিকার, মানুষের মুখে হাসি, তরুণদের কর্মসংস্থান ও কৃষকের ন্যায্য মূল্য। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকি, তাহলে এই মাটির মানুষই পরিবর্তনের স্রোত তৈরি করবে। তারেক রহমান হচ্ছেন সেই নেতৃত্ব, যিনি জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনতে জীবন বাজি রেখে সংগ্রাম করছেন। জনগণের ভোটে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব না পাওয়া পর্যন্ত আমরা মাঠে থাকবো, মানুষের পাশে থাকবো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবো।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, চুয়াডাঙ্গার মানুষ অন্যায়ের কাছে মাথা নত করবে না। এই শহরের প্রতিটি গলিতে, প্রতিটি ঘরে

ধানের শীষের ভীত গড়ে উঠছে। তরুণ প্রজন্ম আজ জেগে উঠেছে, তারা চায় পরিবর্তন, তারা চায় ন্যায়বিচার। বিএনপি সেই পরিবর্তনের বাহক। তারেক রহমানের নেতৃত্বে জনগণের মুক্তি আসবেই। আমরা সবাই মিলে তারেক রহমানের নেতৃত্বে একটি সুন্দর, শান্তি ও গণতন্ত্রভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তুলবো।’

শরীফুজ্জামান শরীফ তরুণ ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, ‘এই দেশ তোমাদের, ভবিষ্যতও তোমাদের হাতে। ভালো কাজের জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াও এবং নিজের এলাকার উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণে কাজ করো। একসঙ্গে কাজ করলে কোনো শক্তিই আমাদের রুখতে পারবে না।’

গণসংযোগ চলাকালে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছিল বিপুল উৎসাহ ও প্রত্যাশা। তারা বলেন, ‘শরীফুজ্জামান শরীফ আমাদের সন্তান, আমাদের নেতা। তার নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা এগিয়ে যাবে।’

প্রচারণায় জেলা বিএনপির এই নেতার সঙ্গে ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আরশেদ আলী কালু, চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি মো. সিরাজুল ইসলাম মনি, সিনিয়র সহ-সভাপতি রাফিতুল্লাহ মহলদার, যুগ্ম সম্পাদক হাফিজুর রহমান মুক্ত, ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আব্দুল করিম, সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশিদ, ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি শাকের আলী, সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রশীদ ঝন্টু, জেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, জেলা যুবদলের দপ্তর সম্পাদক মামুনুর রশীদ টনিক, পৌর বিএনপির সহ-সভাপতি ইনতাজ আলী, যুগ্ম সম্পাদক আশাবুল হক ও আব্দুল কুদ্দুস, সদর উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মতিউর রহমান মিশর, যুগ্ম আহ্বায়ক হাফিজুর রহমান হ্যাপি, সদস্য রুবেল হাসান, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি খন্দকার আরিফ, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল মাহমুদ, যুগ্ম সম্পাদক সাইমুম আহমেদ মিশা, যুগ্ম সম্পাদক নাইম আহমদ, জেলা ক্রীড়া সম্পাদক বিক্রম সাদিক মিলন, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব মো. আজিজুর রহমান আজিজুল, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রাকিব হাসান, পৌর ছাত্রদলের সদস্য শাহারু আহমেদসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যাযের নেতাকর্মীরা।

দর্শনায় সাংবাদিক চঞ্চল মেহেমুদকে শারিরীক নির্যাতন করায় প্রতিবাদ সভা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পরিকল্পিতভাবে সাংবাদিকের ওপর ন্যক্কারজনক হামলার ঘটনা ঘটেছে। দৈনিক পশ্চিমঅঞ্চল এর সংবাদকর্মী ও দর্শনা প্রেসক্লাবের সহসভাপতি চঞ্চল মেহেমুদকে কৌশলে ডেকে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন ও অপমান করা হয়। এ ঘটনায় সাংবাদিক সমাজে ক্ষোভের ঝড় উঠেছে।

সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার রাতে ডায়াপ্যাথ কোম্পানির সাবেক প্রধান নির্বাহী মো. বজলুর রহমানের কাছে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে মো. মহিদ জোয়ার্দারের ইন্ধনে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ হামলা চালানো হয়। সেখানে সাংবাদিক চঞ্চল মেহেমুদকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল ও শারীরিকভাবে লাঞ্চিত করা হয়।

এ মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার ৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় দর্শনা প্রেসক্লাবে এক জরুরি সভা বসে। প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. ইকরামুল হক পিপুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও ধিক্কার জানানো হয়। সর্বসম্মতিক্রমে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমনে,র সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মো. মনিরুজ্জামান ধীরু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. ওসমান আলী, জাহিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম, রাজিব মল্লিক ওয়াসিম রয়েল, সুকমল চন্দ্র দাস বাঁধন, আব্দুল হান্নান, ইমতিয়াজ রয়েল, সাব্বির আলীম, ফরহাদ হোসেনসহ অনেকেই।

প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন সাংবাদিকরা জাতির দর্পণ। সমাজের অসঙ্গতি, দুর্নীতি ও অন্যায়কে তুলে ধরতে গিয়ে বারবার আক্রমণের

শিকার হচ্ছেন তারা। কিন্তু কলমের শক্তিকে রুখে দেওয়া যায় না। চঞ্চল মেহেমুদের ওপর হামলা কেবল একজন ব্যক্তির ওপর আক্রমণ নয়, বরং গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধের নোংরা প্রয়াস।

সভায় বক্তারা স্পষ্ট হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, সাংবাদিক সমাজ ঐক্যবদ্ধ। কোনো ষড়যন্ত্র বা হামলায় তারা দমে যাবে না। দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা না হলে আরো কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের হাজতির মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় মিলন হোসেন (৪০) নামে এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ভোরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। হাজতি মিলন হোসেন দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলা গ্রামের বিল্লাল হোসেন মালিতার ছেলে।

জানা গেছে, গত ৪ সেপ্টেম্বর দামুড়হুদা মডেল থানার একটি মারামারি মামলায় চুয়াডাঙ্গা আদালতে হাজিরা দিতে গেলে বিচারক মিলনকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন। মামলাটি (নম্বর-৪, তারিখ ২৮/০৮/২৫) দায়ের হওয়ার পর থেকে তিনি নিয়মিত আদালতে হাজিরা দিচ্ছিলেন। গত রোববার রাতে কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন মিলন। এ সময় কারা কর্তৃপক্ষ দ্রুত তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে রাত ১২টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই সাইফুল জানান, ২৮ আগস্ট মারামারির ঘটনায় মিলনসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। পরে ৪ সেপ্টেম্বর তিনি আদালতে হাজিরা দিতে গেলে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. ওয়াহিদ মাহমুদ রবিন বলেন, চিকিৎসাধীন অবস্থায় মিলন নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে। ময়নাতদন্ত হলে মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত করে বলা

সম্ভব হবে। প্রথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে স্ট্রোকে তার মৃত্যু হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের জেলার মো. ফখরউদ্দিন বলেন, মিলন হোসেন গত ৪ সেপ্টেম্বর থেকে কারাগারে ছিলেন। রোববার রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

দর্শনায় পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করলেন পুলিশ সুপার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় শারদীয় দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় দর্শনার কেরু’জ মন্দির পরিদর্শনকালে পুলিশ সুপার পূজার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঘুরে দেখেন।

এসময় তিনি বলেন, “আমরা চাই সুন্দর ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে গতবারের মতো এবারও দুর্গোৎসব সম্পন্ন হোক। আমাদের আনসার বাহিনী, পুলিশ বাহিনীসহ প্রশাসনের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। শারদীয় দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।”

তিনি পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয়দের দায়িত্বশীলভাবে কাজ করার পাশাপাশি সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

এসময় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, কেরু’জ মন্দিরের সভাপতি এবং অন্যান্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় কিশোরী ধর্ষণ মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন

চুয়াডাঙ্গার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ১৪ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের দায়ে খায়রুল ইসলাম (২৪) নামে এক যুবককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন। একই সঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ট্রাইব্যুনালের বিচারক সৈয়দ হাবিবুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত খায়রুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গার বুজরুকগড়গড়ি মাদরাসাপাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী কিশোরী সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। গত বছরের ৮ সেপ্টেম্বর স্কুলে যাওয়ার পথে আসামি খায়রুল ইসলাম তাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে অটোরিকশায় তুলে নেয়। সারাদিন ঘোরাঘুরির পর গভীর রাতে একটি বাগানে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে এবং এ বিষয়ে কাউকে জানালে প্রাণনাশের হুমকি দেন।

পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজির পর কিশোরীকে ফাঁকা বিল থেকে উদ্ধার করেন। পরে ভুক্তভোগীর পিতা বাদী হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলা দায়ের করেন।

মামলার দীর্ঘ শুনানি শেষে আদালত আজ রায় ঘোষণা করেন। রায়ের সময় আসামি খায়রুল ইসলাম আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় আবাসিক হোটেল থেকে প্রকৌশলীর লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা শহরে একটি আবাসিক হোটেল থেকে মাহবুবুর রহমান মাসুম
(৩৫) নামে এক টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারের লাশ উদ্ধার করা হয়।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পৌরসভার পাশে ‘চুয়াডাঙ্গা আবাসিক হোটেল’ থেকে সদর থানা পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।

মাহবুবুর রহমান মাসুমের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা শহরের সবুজপাড়ায়। পরিবারের সঙ্গে তিনি ঢাকায় থাকতেন।

পুলিশ ও হোটেল কর্তৃপক্ষের সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার মাহবুবুর রহমান মাসুম তিন বন্ধুর সঙ্গে চুয়াডাঙ্গায় ঘুরতে আসেন। তারা একটি আবাসিক হোটেলে ওঠেন।

হোটেলের ম্যানেজার সাগর জানান, তারা তিনজনই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। পরবর্তীতে মাসুমের দুই বন্ধু চলে গেলেও তিনি হোটেলেই থেকে যান।

ম্যানেজার সাগর আরও জানান, মাসুম বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। তার বন্ধুরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলেও তিনি রাজি হননি। শনিবার বেলা ১২টায় হোটেলের চতুর্থ তলার ৪০১ নম্বর কক্ষ থেকে কান্নার শব্দ শুনে তিনি উপরে গিয়ে দেখতে পান মাসুমের স্বজনরা সেখানে কান্নাকাটি করছেন। স্বজনদের পরামর্শ দেওয়া হয় মাসুমকে সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এরপর তারা দেখতে পান মাসুমের মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে এবং তিনি মারা গেছেন। তখন স্বজনরা জরুরি সেবা ৯৯৯ এ কল করে পুলিশকে খবর দেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি খালিদুর রহমান জানান, জরুরি সংবাদ পেয়ে তারা চুয়াডাঙ্গা আবাসিক হোটেলের চতুর্থ তলার একটি কক্ষ থেকে আনুমানিক ৩৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেন। প্রাথমিক তদন্তে লাশে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

ওসি আরও বলেন, তারা সিআইডি ও পিবিআইকে খবর দিয়েছেন এবং তারা এসে তদন্ত করবে। পুলিশও বিষয়টি তদন্ত করছে। বিষয়টি আইনগত প্রক্রিয়াধীন আছে।

জীবননগরে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা, আহত আরেক ভাই

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও পিটিয়ে দুই ভাইকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় আরেক ভাই গুরুতর আহত হয়েছেন।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার উথুলী ইউনিয়নের মিথে মাঠ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, উথুলি গ্রামের মাঝেরপাড়ার মৃত খোদা বক্স মণ্ডলের দুই ছেলে আনোয়ার (৫৫) ও হামজা (৪৫)।

স্থানীয়রা জানান, শনিবার সকালে আনোয়ার ও হামজা উথুলি ব্রিজ মাঠে কাজ করতে গেলে ৮-১০ জন লাঠি ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। দুর্বৃত্তরা কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর জখম করে পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রথমে হামজা এবং পরে আনোয়ার মারা যান।

একটি সূত্র জানায়, প্রায় চার মাস আগে গরু কেনাবেচা নিয়ে বিরোধের জের ধরে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে। নিহতরা গরু বিক্রেতা এবং হামলাকারীরা গরু ক্রেতা বলে জানা গেছে। তবে হামলাকারীদের পরিচয় এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ ঘটনায় উথুলি এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ওয়াহিদ মাহমুদ রবিন বলেন, দুজনকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে আঘাত করা হয়েছে। হাসপাতালে আনার আগেই একজন মারা যান, আরেকজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মামুন হোসেন বিশ্বাস বলেন, প্রতিবেশীদের সঙ্গে গরু কেনাবেচা নিয়ে পূর্ব থেকে বিরোধ চলছিল। আজ মাঠের মধ্যে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যার খবর পেয়েছি। মরদেহ হাসপাতালে আছে, ঘটনাস্থলে পুলিশের টিম পাঠানো হয়েছে।